দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখ ... 23 MAR 1998 ...
পৃষ্ঠা ... ৪ ... কলাম ... ৭ ...

বিজ্ঞান শিক্ষার মান ও হার নামিয়া যাইতেছে

সভ্যতার উন্নয়নে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির অবদান সবচাইতে বেশি। যে কোন ধরনের উন্নয়নের জন্য আমাদের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিতে বিজ্ঞান শিক্ষা বিস্তারের কোন বিকল্প নাই। কিন্তু দুঃখজনক হইলেও সত্য, দেশব্যাপী বিজ্ঞান শিক্ষার বিদ্যমান চিত্র অত্যন্ত করুণ। বিশেষ করিয়া আমাদের গ্রামীণ স্কুল-কলেজগুলিতে রসায়নবিদ্যা, পদার্থ বিজ্ঞান এবং উচ্চতর গণিত শিক্ষার মান খুবই নিম্ন। ফলে এইসব বিষয়ে নম্বর কম উঠিতেছে যদ্দরুন ছাত্র-ছাত্রীরা বিজ্ঞান শিক্ষাকে এড়াইয়া যাইতেছে। প্রায়শঃ দেখা যায়, এইচএসসি পাস করিয়া অনেকেই কলা বা বাণিজ্য বিভাগে চলিয়া যায়। এ অবস্থার জন্য ছাত্র-ছাত্রীদেরকে এককভাবে দায়ী করা যায় না। শ্রেণীকক্ষে নিম্নমানের শিক্ষাদান ইহার জন্য অনেকাংশে দায়ী। বাস্তব অভিজ্ঞতার আলোকে দেখিয়াছি, এমন অনেক শিক্ষক রহিয়াছেন যাঁহারা ছাত্র-ছাত্রীদেরকে রসায়নবিদ্যা, পদার্থ বিজ্ঞান এবং বিশেষ করিয়া উচ্চতর গণিত ভালমত বুঝাইতে পারেন না। বিজ্ঞান শিক্ষার এ অবস্থা চলিতে থাকিলে শীঘ্রই এমন সময় আসিবে যখন বিজ্ঞানের শিক্ষকই খুঁজিয়া পাওয়া মুশকিল হইয়া পড়িবে। বিজ্ঞান শিক্ষার এই দুরবস্থা অব্যাহত থাকিলে আমাদের জাতীয় জীবনে এক ভয়াবহ দুর্যোগ নামিয়া আসিবে। তাই কালবিলম্ব না করিয়া সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের উচিত হইবে বিজ্ঞান শিক্ষার মানোন্নয়নে ত্বরিত ব্যবস্থা গ্রহণ করা। বিদ্যমান সমস্যা সমাধানে আমার একটি প্রস্তাব আছে। তাহা হইতেছে শিক্ষদের বেতন ও অন্য সুবিধাদি একটা সম্মানজনক পর্যায়ে উন্নীত করিতে হইবে, যাহাতে স্কুল-কলেজগুলিতে উচ্চ মেধাসম্পন্নরা শিক্ষকতার পেশায় যোগ দিতে আগ্রহী হয়। শিক্ষকতা পেশায় নিম্ন বেতনের কারণে উচ্চ মেধাসম্পন্ন, ভাল ফল অর্জনকারী ছাত্র-ছাত্রীরা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে বাহির হইয়া উচ্চ বেতনের পেশায় চলিয়া যায়। বৃহত্তর জাতীয় স্বার্থে বিষয়টির প্রতি দৃষ্টি দেওয়ার জন্য সংশ্লিষ্ট সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি।

—মাজেদ আলী হাওলাদার,
গ্রামঃ এনায়েতনগর, থানাঃ কালাকিনী,
মাদারীপুর।